তারিখ 18 APR 2017
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

প্রথম আলো

ছাগলের গন্ধে স্কুল বন্ধ!

মুসা আহমেদ ●

পুরান ঢাকার কাপ্তান বাজারে খোদা বক্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেয়াল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ছাগলের হাট (ওপরে)। বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডের ওপরে কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ব্যানার। পাশেই সিটি ছাগল ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির গেট ● প্রথম আলো

কেবল ছাগলের দুর্গন্ধেই বন্ধ হয়ে গেল পুরান ঢাকার কাপ্তানবাজারে খোদাবক্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হয়েছে ছাগলের হাট। সিটি করপোরেশন এই হাটের কোনো অনুমোদন দেয়নি। আবার এই হাট কোনো কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদও করছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নব্বইয়ের দশকে এই হাট বসে। আর স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায় ১৯৯৮ সালে। তবে এর সাইনবোর্ড এখনো আছে। শিক্ষার্থীর অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষকদের বিভিন্ন জায়গায়. বদলি করে দিয়েছে মন্ত্রণালয়। এরপর ভবনটিতে চালু করা হয় কারিগরি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কিন্তু ছাগলের হাটের দুর্গন্ধের কারণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও জমছে না।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই হাটের দুর্গন্ধের কারণে বিদ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমতে থাকে। একসময় বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। বর্তমানে ছাগলের হাটের দুর্গন্ধে আশপাশের আবাসিক বাসাবাড়িতে থাকাও দায়।

কাপ্তানবাজার ছাগলের হাটটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন। জানতে চাইলে ডিএসসিসির ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আবু আহমেদ মন্নাফী *প্রথম আলো*কে বলেন, ওই বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ ছাগলের হাট। এই হাটের কোনো বৈধতা নেই। নগরীর মাঝখানে এই হাট থাকতে পারে না। তিনি বলেন, এই ছাগলের হাটের কারণে কাপ্তানবাজারের রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা যাচ্ছে না। নাগরিকদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিষয়টি ডিএসসিসির মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনকে জানানো হবে। শিগগিরই তা উচ্ছেদে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

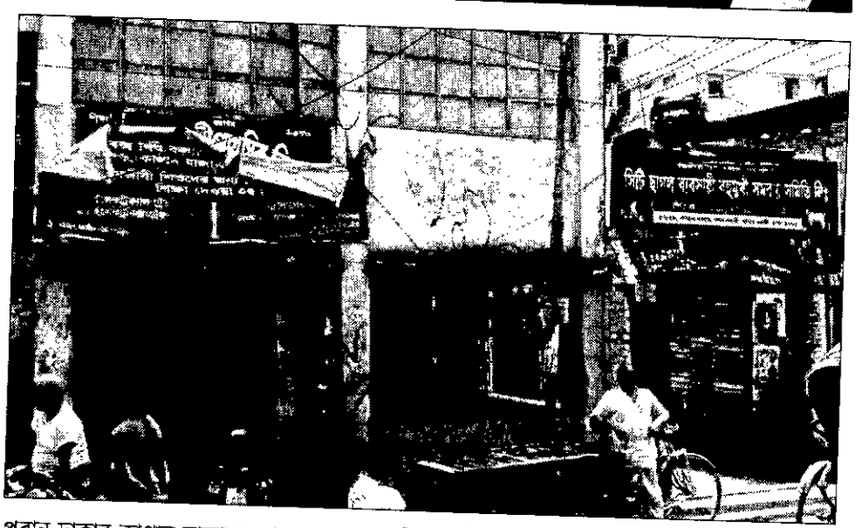

গত রোববার সরেজমিনে দেখা যায়, খোদাবক্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে ওই ছাগলের হাট। বিদ্যালয় ভবনটি তালাবদ্ধ। প্রধান ফটকে কাঁঠাল পাতা বিক্রি করছেন এক ব্যক্তি। বিদ্যালয়ের চারপাশে ও নালায় ময়লা-আবর্জনা স্তূপ হয়ে আছে। বাতাসে উৎকট দুর্গন্ধ। নাক-মুখ চেপে চলাচল করছেন পথচারীরা। হাটের বাকি তিন দিকে রয়েছে আবাসিক বাসাবাড়ি। এসব বাড়ির অধিকাংশের জানালা বন্ধ দেখা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আরমান আলী বলেন, এই হাটের দক্ষিণ পাশে তাঁর বাসা। হাটের দুর্গন্ধের কারণে সারা বছরই দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে হয়।

নাক চেপে ধরে কাপ্তানবাজার সড়ক দিয়ে হেঁটে জয়কালী মন্দির এলাকায় যাচ্ছিলেন ওয়ারীর বাসিন্দা আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ব্যবসার কাজে তিনি নিয়মিত এই সড়কে চলাচল করেন। কিন্তু কাপ্তানবাজার এলাকায় গেলেই দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যায়। অবিলম্বে এই এলাকা থেকে হাটটি উচ্ছেদ করা উচিত।

স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা জানান, ১৯৭২ সালে খোদাবক্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ের মাঠ ও কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠে ছাগলের হাট। এরপর থেকে ক্রমেই বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমতে থাকে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পুরো শিক্ষা কার্যক্রমই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর বিদ্যালয় ভবনে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। এর কার্যক্রমও ঠিকমতো চলছে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাপ্তানবাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, ডিএসসিসির ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর কাজী আবুল বাসারের নেতৃত্বে এই ছাগলের হাট গড়ে ওঠে। বর্তমানে তিনিসহ মোট ২৮ জন এই হাট পরিচালনা করছেন। তাঁদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পান না।

জানতে চাইলে কাজী আবুল বাসার বলেন, খোদাবক্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন জায়গাটি ছাগলের হাট নয়; এটি ছাগলের আড়ত। গণপূর্ত ও ঢাকা জেলা প্রশাসন থেকে জায়গাটি ইজারা নিয়ে এটা করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গাও রয়েছে। তিনি দাবি করেন, আবাসিক এলাকায় না করে কাপ্তানবাজারে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করায় এই অবস্থা হয়েছে। এর সঙ্গে ছাগলের হাটেরও কিছু প্রভাব পড়েছে।

জানতে চাইলে সূত্রাপুর থানা শিক্ষা কর্মকর্তা মইনুল হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর জানামতে ১৯৯৮ সালের দিকে বিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকদের আশপাশের বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। বিদ্যালয় ভবনটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে হস্তান্তর করে মন্ত্রণালয়। এরপর থেকে তা দেখভালের দায়িত্ব আর তাঁদের নেই।

পরিচালকের কার্যালয়
নং........................
খ........................
ফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর